

বাহ, তুমিত অনেক কথা জানো!

হ্যা,আমি মেয়েত! মেয়েরা অনেক কথা জানেই।

আমাকে শেখাবে? বাসা বাধোঁ,সেখানে আমাকে নিয়ে থাক, দুবেলা দু'মুঠো রোজগার করে এনে দাও। তোমার সাথে আমার ভালবাসা হোক। অনেক কথা জানতে পারবে।

তোমার সঙ্গে আমার ভালবাসা হবে।

হতে পারে। এভাবেইত হয়।

ভালবাসা কতদিনে হয়?

দিনে দিনে তিলে তিলে হয়। অনেকের আবার কোনদিনও হয়না।

আমাদের হবেত?

না হলে অসুবিধে নেই। ভালবাসা ছাড়াও জীবন কাটানো যায়।

চলো তবে বাসা বানাই।

মন্দার গাছ খোঁজো।

মন্দার গাছ কেনো? মন্দার ফুল আমার প্রিয়।

বোগেন ভ্যালিয়াও ভাল।

হ্যা তবে মন্দারের ফুলের রঙ্গে আমাদের গায়ের রঙটা বেশ খোলে। বসন্তে আবার কোকিলেরও বেশ আসা যাওয়া হয়। মন্দার ফুলে আশপাশটা কি রকম আলোকিত হয়। এই যে ফুলের মাঝে সারাদিন রাত বসে থাকা এসব আমার বেশ ভাললাগে। এক জীবনে এর বেশী আর কি চাই। জানো মন্দারে রাতে পরী আসে।

তুমি পরী দেখেছ?

না। জ্বীন, পরী, ফেরেশতা আর আল্লাহ দেখা যায়না। ওসব কেউ দেখেনা। তাছাড়া, গাছে কাঁটা আছেত তাই সন্ধ্যাসীরা বাসা ভাঙতেও পারেনা। সন্ধ্যাসীরা খুব সমস্যা হয়ে গেছে।

মেয়েকাক হাসছে।

কাকও হাসলো।

মেয়েকাক বললো, এখনত সবাই সন্ধ্যাসী সেই জন্যে অসন্ধ্যাসীরাই সমস্যা। অসন্ধ্যাসীদের বুদ্ধি কম, সাহস নেই। খালি চোখ বুজে থাকে, মুখ বুজে থাকে। মন্দিরে আর মসজিদে যায়। দুঃখ পাবার জন্যে ভালবাসে আবার দুঃখ পেয়েও ভালবাসে।

কাক একটু ডান পায়ের উপর ভর দিয়ে আরাম করে বসে বাঁ পায়ের উপর থেকে চাপ সরালো। মেয়েকাকের বুদ্ধি দেখে মজা লাগছিল ওর। চট করে ভেবে নিল, ওকে আমার চাই। আর তখনই গুলির আওয়াজ হলো। একটা, দুটো,তিনটে.....। কার গুলি কাকে বিধল দেখতে গিয়ে পাশে তাকিয়ে দেখে মেয়েকাকটি নেই। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে উড়ে গেছে।

ক'দিন অনেক খুঁজলো মেয়েকাকটাকে। নাই। মন খারাপ তাই রাতে বেরাতে ভারতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলো, পাকিস্তানী গজল শুনলো, সনাতনী কীর্তন শুনলো, সুন্নীদের আজান শুনলো শেষে ভাবল, আর নয়। অনেক দেখা হয়ে গেছে। সব বুজরুকি! শহরে আর নয়। কোথায়ও চলে যাবে উড়ালের শক্তি থাকতে থাকতে। যাবে যেখানে ছাত্র নেই, পুলিশ নেই, আওয়ামী লীগ নেই, বিএনপি নেই, জামাত নেই, জাসদ নেই, এগারো দল নেই, হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, বৌদ্ধ নেই, খৃষ্টান নেই, সরকার নেই শুধু একটা বোগেন ভ্যালিয়ার ঝোপ, একটা কাঁটাওয়ালা বিশাল মন্দার গাছ কিংবা শুধু ওকে পেলেই হবে। কবির কথাটাও মনে রাখলো।